দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 22 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা ... 12 ... কলাম ... ৫ ...

মাদ্রাসা শিক্ষার হাল ॥ শিক্ষকের চেয়েও কমসংখ্যক ছাত্রের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে শিক্ষাবাজেটের সিংহভাগই ব্যয় হচ্ছে। তবে মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী, সরকারী অনুদান, ভবন ও সাইনবোর্ড থাকলেও শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। যতজন শিক্ষক তার চেয়ে কম ছাত্র পাবলিক পরীক্ষা দেয় এমন মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা শিক্ষার নামে অর্থ অপচয়ের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। কেবল রাজনৈতিক কারণে মন্ত্রণালয় সবকিছু জেনেও অপচয় রোধ কল্পে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

সাধারণ শিক্ষার একজন ছাত্রের পিছনে সরকারের যে অর্থ ব্যয় হয় একজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর পিছনে ব্যয় হয় তার দ্বিগুণ। সরকারী স্কুলের একজন শিক্ষার্থীর পিছনে সরকারী হিসাব অনুযায়ী ব্যয় হয় ২ হাজার ৯ শ' ৯৭ টাকা। পক্ষান্তরে সরকারী মাদ্রাসার একজন শিক্ষার্থীর পিছনে ব্যয় হয় ৪ হাজার ৯শ' ৮৫ টাকা।

মাদ্রাসায় শিক্ষক ও ছাত্র অনুপাত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রীতিমতো বিস্ময়কর। মাদ্রাসা শিক্ষার পাঁচটি স্তরে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত গড়ে ১ঃ২০। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন একটি সূত্র জানায়, বিশ্বের কোন দেশে, কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও ছাত্র অনুপাত এত কম নেই। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত গড়ে ১ঃ৫০। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সুপারিশ করেছে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ঃ৩৫ করার জন্য। আর সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার সমতুল্য মাদ্রাসার এবতেদায়ী স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ১৬।

মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে এসএসসি সমতুল্য দাখিল পরীক্ষা। দাখিল পরীক্ষার ওপর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, গত চার বছরে অধিকাংশ দাখিল মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল শিক্ষকের চেয়েও কম।

দেশে মোট দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৪ হাজার ৭শ' ৯৫টি। এরমধ্যে ৪ হাজার ৮৫টি মাদ্রাসাই এমপিওভুক্ত। মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে ৩ হাজার ৭শ' ৫২টি এমপিওভুক্ত দাখিল মাদ্রাসার রেকর্ড আছে। এসব মাদ্রাসার ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত চার বছরের পাবলিক পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, ৩ হাজার '৭শ' ৫২টি দাখিল মাদ্রাসার শতকরা ৭২ ভাগ (২ হাজার ৭শ' ১৭টি) মাদ্রাসায় গত চার বছরে সর্বোচ্চ দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল ১১জন। অথচ এসব মাদ্রাসায় প্রতিটিতে গড়ে ১২ জন শিক্ষক রয়েছেন। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, শতকরা ৪৭ ভাগ অর্থাৎ ১ হাজার ৭শ' ৭০টি মাদ্রাসায় গত চার বছরে দাখিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮ জনেরও কম।

মোট ৩ হাজার ৭শ' ৫২টি এমপিওভুক্ত দাখিল মাদ্রাসার মধ্যে ৪৫টি মাদ্রাসায় দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল দু'জনের কম, ৪শ' ৭৩টি মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থী ছিল দুই থেকে পাঁচজন, এক হাজার দু'শ' বায়ান্নটি মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থী ছিল পাঁচ থেকে আটজন, ৯শ' ৪৭টি মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থী ছিল আট থেকে এগারো জন, ৫শ' ৫৩টি মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থী ছিল ১১ থেকে ১৪ জন, ২শ' ৩৮টি মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থী ছিল ১৪ থেকে ১৭জন, ৯৮টি মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থী ছিল ১৭ থেকে ২০ জন এবং ২০ জনের বেশি পরীক্ষার্থী ছিল ১শ' ৪৬টি দাখিল মাদ্রাসায়।

এত গেল গত চার বছরে দাখিল মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থীর চিত্র। এবার গত চার বছরে দাখিল পরীক্ষায় পাসের শতকরা হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শতকরা ১ দশমিক ৫ ভাগ মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ মাত্র একজন পরীক্ষার্থী পাস করেছে। শতকরা ৪ ভাগ মাদ্রসায় পাসের সংখ্যা ২ জন, শতকরা ১০ ভাগ মাদ্রাসায় পাসের সংখ্যা তিনজন, শতকরা ১৫ ভাগ মাদ্রাসায় পাসের সংখ্যা চারজন, শতকরা ১৪ ভাগ মাদ্রাসায় পাসের সংখ্যা পাঁচজন, শতকরা ১২ ভাগ মাদ্রাসা থেকে পাস করেছে ৬জন, শতকরা ১১ ভাগ মাদ্রাসা থেকে পাস করেছে ৭ জন, শতকরা ৮ ভাগ মাদ্রাসা থেকে পাস করেছে ৮ জন, শতকরা ৬ ভাগ মাদ্রাসা থেকে পাস করেছে ৯জন,

(২ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

মাদ্রাসা শিক্ষার

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

শতকরা ৫ ভাগ মাদ্রাসা থেকে পাস করেছে ১০জন, শতকরা ৯ ভাগ মাদ্রাসা থেকে-পাসের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫জন এবং ১৫ জনের উর্ধে পাস করেছে শতকরা ৪ ভাগ মাদ্রাসায়।

এসএসসি পরীক্ষার মতো দাখিল হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ও পাসের উল্লিখিত হার রীতিমতো বিস্ময়কর। তবে আরও বিস্ময় রয়েছে আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরে। কারণ দাখিল পরীক্ষা পাসের পর প্রায় অর্ধেক ছাত্র সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ কলেজে চলে যায়। এর ফলে আলিম ও পরবর্তী স্তরের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। '৯৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় পাস করে ৪৬ হাজার ৭শ' ২৮ জন। এদের মধ্যে '৯৭ সালে এসে আলিম পাস করে ২৬ হাজার ৬শ' ৮৫ জন। বাকি ২০ হাজার ৪৩ জন ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হয়েছে ও কিছু ফেল করেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার নামে শিক্ষা বাজেটের সিংহভাগ অপচয়ের কারণ মাথাভারি প্রশাসন ও ছাত্র না থাকা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের আনাচে-কানাচে গজিয়ে ওঠে অসংখ্য মাদ্রাসা। নিয়ম আছে একটি দাখিল মাদ্রাসা থেকে অপরটির দূরত্ব হবে চার মাইল। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের নামে যাবতীয় নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে মাদ্রাসা স্থাপনের মঞ্জুরি দেয়া হয়। সরকারী নীতি অনুযায়ী একটি জেলায় একটি কামিল মাদ্রাসা থাকতে পারবে। কিন্তু চট্টগ্রাম জেলাতেই কামিল মাদ্রাসা রয়েছে ১৪টি। নোয়াখালীতে রয়েছে ৭টি কামিল মাদ্রাসা। অন্যান্য অনেক জেলাতেই ৪/৫টি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে।

এভাবে মূলত রাজনৈতিক স্বার্থে, জনপ্রতিনিধিদের চাপে ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রয়োজন ছাড়াই যত্রতত্র মাদ্রাসা গড়ে উঠছে। অধিকাংশ মাদ্রাসায় ন্যূনতম সংখ্যার ছাত্রও পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কোনমতে একবার এমপিওভুক্ত করাতে পারলেই সরকারী অর্থ ও অনুদান মিলছে। আর এভাবেই অপচয় হচ্ছে শিক্ষা বাজেটের সিংহভাগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে অবগত ও উদ্বিগ্ন হলেও কেবল রাজনৈতিক [illegible]রব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।